দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...MAY 28 1999 .. ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাঁচানোর জন্য প্রেসিডেন্টকে এগিয়ে আসতে হবে

—বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সংঘটিত সন্ত্রাসী

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

— প্রথম-পৃষ্ঠার পর

কর্মকাণ্ড চলার সময় পুলিশের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয় ভূমিকা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবীতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন গতকাল (বৃহস্পতিবার) রাজধানীতে মৌন মিছিল করেছে। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'শতাধিক শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ মৌন মিছিলে অংশ নেন। গতকাল বেলা পৌনে ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদমিনার চত্বরে মৌন মিছিল-পূর্ব শিক্ষকদের এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে ফেডারেশনের

সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর জসীম উদ্দিন আহমদ বলেন, বুয়েটের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত ও শাস্তি দিতে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার নিরপেক্ষতার বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। তিনি রাজপথে মহিলা নেত্রীর বস্ত্রহরণ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটিতে পুলিশ অফিসারকে প্রধান করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্ত হতে পারে না। বুয়েটের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। প্রফেসর জসীম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচানোর জন্য প্রেসিডেন্টকে এগিয়ে আসারও আহবান জানান। বুয়েটের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর হোসেন আলী বলেন, আমরা ছাত্রদের সন্ত্রাসী নয়, ছাত্র হিসাবেই দেখতে চাই। যারা এ ছাত্রত্বের মর্ম না বুঝে সন্ত্রাস করেছে তাদের বহিষ্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সাথে সাথে পুলিশদের বিষয়েও সজাগ হতে হবে, কেননা, বুয়েটে সেদিন ঐ ঘটনার সময় পুলিশ কোন ভূমিকাই রাখেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ফেরদৌস হোসেন বলেন, বুয়েটের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য আজ ভূলুণ্ঠিত সন্ত্রাসীদের কারণে। এ সরকার তারপরেও এ সন্ত্রাসীদের বিচার করতে তৎপর নয়। জনাব হোসেন বলেন, সরকারের পুলিশ বাহিনীসহ আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনী আজ সন্দেহপূর্ণ। এদের ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবু সাঈদ খান বলেন, বুয়েটের ঘটনায় আমরা মর্মাহত। তিনি রাষ্ট্রীয় পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমরা ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ বিতাড়ন করে সন্ত্রাসীদের নিয়েই আছি। তাই বরং ভাল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ সরকার ভারতীয় রাজনীতির পরিপূরক হিসাবে রাজ্য চালনা করছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুয়েটের ঘটনা তারই ধারাবাহিকতা। আমরা এতে বিস্মিত হইনি। তবে এ সরকার পরিবর্তন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বেলা সোয়া এগারটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মৌন মিছিল শুরু হয়ে তা পৌনে ১২টার দিকে গিয়ে প্রেসক্লাবে শেষ হয়। এ মৌন মিছিলে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ফেডারেশনের সেক্রেটারী ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা প্রফেসর এ এম ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আ.খ.ম ইউসুফ হায়দার, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক আকন্দ, প্রফেসর সলিমুল্যা খান, প্রফেসর দিলদার হোসেন, ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল আহছান, শেখ মোঃ মঞ্জুরুল হক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল পর পর দু'দিন বুয়েট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের দ্বারা ভাংচুর ও লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটার পর কর্তৃপক্ষ বুয়েট বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ ৬ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে। যে কমিটির আগামী ২/১ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এক ছাত্রীর হয়ে তার এক ছেলে বন্ধু ক্লাস টেস্ট দিলে শিক্ষকের কাছে তা ধরা পড়লে উক্ত ছাত্রীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করায় বুয়েটে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।